Sayantani

– digital magazine

2021

SILIGURI COLLEGE OF COMMERCE
SILIGURI

Siliguri College of Commerce

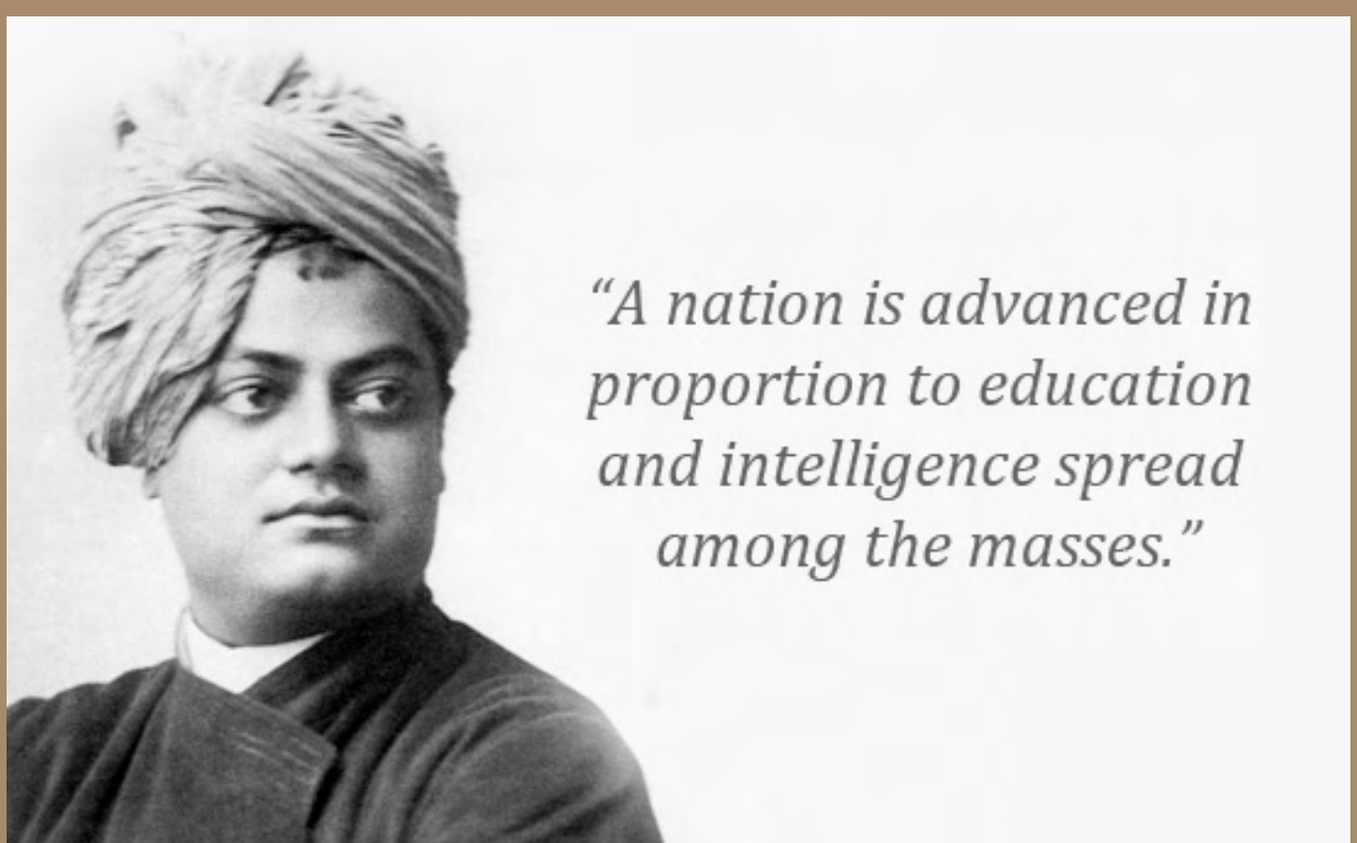
"A nation is advanced in
proportion to education
and intelligence spread
among the masses."

Form the Principal's Desk

Dr. Asim Kumar Mukhopadhyay

This is a subject of utmost happiness and pride to announce that Siliguri College of Commerce is launching its first digital magazine, SAYANTANI. Since last year with the COVID19 pandemic situation, we all are living in a strange world; where everyone is vulnerable, distanced and secluded. But there is also a bright silverlining that everyone of us haven't let hope die, through our collective struggle and sensitivity for each other. Solidarity, that is the only thing which keeps us together as human beings and as a society. The enemy of human civilization today is not a virus but the alienation from our collective self. We have to fight this together, as we have been till now.

This digital magazine is thus not only a mere medium but a vessel to bring us all nearer through our expressions, our expressions, our feelings, memories, our struggles and our lives. And more importantly, of our happiness, not to only survive but to these difficult times.

Let Sayantani be the Noah's arc, carrying us all through our words. Let the life be triumphant over death, once again.

It is imperative to mention that this heartfelt initiative wouldn't have been possible without the efforts of Dr. Jitendra Narayan Gupta, Associate Professor & Convener, IQAC cell and Sri Biplab Dar, Head Clerk & member IQAC, Siliguri College of Commerce, cheers and best wishes.

শুভেচ্ছাবার্তা

করোনা মহামারীর আবহে জীবন–মৃত্যু যখন বর্ষার সকালের আলোআঁধারির মতো লুকোচুরি করছে – মানুষ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন, একা; সেই সময়ে শিলিগুড়ি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক ম্যাগাজিন 'সায়ন্তনী'কে অনলাইন মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া যেন জীবনের আলোকবর্তিকা। সাথে বিশেষ করে সকল শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের ধন্যবাদজ্ঞাপন করতে চাই অনলাইনে পঠনপাঠনের বিভিন্ন প্রতিকূলতার সাথে মানিয়ে নিয়েও পঠনপাঠনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি আবার সকল শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র–ছাত্রীদের আমার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই এবং 'সায়ন্তনী'র সফলতা কামনা করি।

অরুণ সরকার
সভাপতি
মহাবিদ্যালয় পরিচালন সমিতি

A Beauty Poem by

Lee Tzu Pheng

(Winner of Singapore Cultural Medallion)

When I'm dead,

Your tears will flow
But I won't Know
Cry with me now instead.

You'll send flowers,
But I won't see
Send them now instead.

You'll say words of praise
But I won't hear.
Praise me now instead.

You'll forget my faults,
But I won't know.....
Forget them now instead.

You'll miss me then,
But I won't feel.
Miss me now instead.

You'll wish you could have spent more time with me,
Spend it now instead.
When you hear I'm gone, you'll find your way to
My house to pay condolence
But we haven't even spoken in years.
Look for me now.

Spend time with every person around you,
Help them with whatever you've
To make them happy,
Families, friends and acquaintances.
Make them feel Special
You never know
When time will take them
Away from you forever.

Alone I can 'Say' but together we can 'Talk'.
Alone I can 'Enjoy' but together we can 'Celebrate'.
Alone I can 'Smile' but together we can 'Laugh'.
That's the BEAUTY of Human Relations.
We are nothing without each other.

So stay Connected.

- Dr. JITENDRA NARAYAN GUPTA
(Associate Professor-in-Commerce)

Journey of Education Running on the Track of Speedy Network

I begin with a quotation **"Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today"** written by famous African-American activist Malcolm X. I shocked deeply when think about the present journey of injured education system which is the victim of pandemic world. Well-wishers and policy makers are trying to blooming the education with the blood of digitization. They know very well it is the time to get ahead with the internet mechanism to provide oxygen in the education system. Now we are running with the so called "G" speed of internet as 2G to 3G, 3G to 4G, 4G to 5G and so on. It seems to us as we accept more "G" we shall get better education.

Practically it is now challenging to the students as situation compels them to grasp this only way of education. But we should not forget the demographic scenario of students having with us. Here 27 percent people are belongs to below poverty line. A survey done by National Statistical Office (NSSO), Government of India in 2020 found that overall 12.6 percent students drop out of studies in India due to severe poverty. In this situation we can't expect majority of the students will avail the accessories of internet world. So the crops of internet plantation are not equally reached to all students living in poor and remote area in our country. Although we are trying to practice this present online education system with our inadequate and scarce mechanism, but this is not perfect and effective platform of education. Mckinsey& Company which is one American worldwide management consulting firm said that **"Even developed countries such as US have faced challenges with ensuring quality education to learners during the pandemic. It has estimated that closedown of schools until January, 2021 would lead to an estimated 6-8 months of learning loss in US education".** When a developed country confesses the weakness and forfeiture of online education, a developing country like India can realize the result of this alternative education system.

A large section of students now became confused. They are losing their competiveness and weekend their base of education. Unavoidable pandemic situation forced them to accept this unhealthy education to keep up a possible speed of learning. The situation became more dangerous when the board examinees are going through this illness. This is the keen time to them to choose preferred carrier base line of education but they can't judge their own capability. So contemporary education throws a big question to them.

Every disease has some remedy however treatment may very effective or may mild effective. So students should develop their self-strategy to sustain in the competition of carrier foundation. This is my solitary opinion that now all students should learn their respective courses on own interest so that they can challenge any hurdles. Nobody will guide and scrutinize you properly whether you are attending classes

regularly and doing educational task seriously or not. If you are responsible, the present online education support will provide you adequate assistance. However this mechanize education is not perfect alternative of physical class environment, students can sustain in the competitive race of education. I am winding up with a quote written by Spanish- American Philosopher George Santayana **"A great difficulty in education is to get experience out of ideas".**

Dr. Chinmoy Sarkar
Assistant Professor-in-Economics

তথ্যের অধিকার আইন – ২০০৫

‘কিছু কথা’

তথ্যের অধিকার অর্থাৎ তথ্য জানার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার। দেরীতে হলেও ভারতের নাগরিক হিসাবে এই অধিকার আমরা লাভ করেছি। আমাদের দেশের সরকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য যেমন শিক্ষার অধিকার প্রদান করেছে, ঠিক তেমনি এই তথ্যের অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। এর দ্বারা সরকারী দপ্তরে এবং সরকার পোষিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেসব তথ্য আছে তা এখন জানার অধিকার ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের আছে। তবে দেশের সুরক্ষার প্রয়োজনে কয়েকটি গোপনীয় ক্ষেত্র ছাড়া সব দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের তথ্য যাচাই করার অধিকার আমরা পেয়েছি। এরফলে সরকারের কর্মসূচী বা প্রকল্প কি কি, সেগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে কি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে ব্যয়–বরাদ্দ কতটা, ঠিক কত টাকা খরচ হয়েছে, বা কোন প্রকল্পের অগ্রগতি কতটা বা কোন আধিকারিক সেই কাজে যুক্ত–এ জাতীয় নানান জিজ্ঞাসার এবং সেই মর্মে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর পাওয়ার অধিকার এই আইন বলে আমরা পেয়েছি।

পরাধীনতার সময় উপনিবেশিক সরকার, সরকারী দপ্তরে গোপনীয়তা রক্ষার আইন তৈরী করেছিল। তা দেশ – স্বাধীন হওয়ার পরেও দীর্ঘ প্রায় ৫৮ বছর চালু ছিল। এখন সরকারী কাজে স্বচ্ছতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং কতিপয় অসৎ আমলাদের হাত থেকে সাধারন মানুষের যাতে হয়রানি কিছুটা কমে সেই লক্ষ্যে এই তথ্যের অধিকার আইন গৃহীত হয়েছে। এখানে প্রশ্নত্তোরের মাধ্যমে বিষয়টির স্বরূপ কিছুটা হলেও অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

(১) তথ্যের অধিকার আইন কি?

উঃ ভারতীয় সংবিধান স্বীকৃত আইন যেখানে তথ্যের অধিকার একটি নাগরিক অধিকার আইন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

(২) তথ্যের অধিকার আইন প্রণয়নের প্রয়োজন কি?

উঃ কোন সরকারী দপ্তরে গিয়ে যদি কোন তথ্য চাওয়ার পরে না পাওয়া যায় তাহলে তথ্যের অধিকার আইন প্রয়োগের পর অবশ্যই পাওয়া যাবে।

(৩) তথ্যের অধিকার আইন কথন প্রণয়ন করা হল?

উঃ সংসদে এই আইন ১৫ই জুন ২০০৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৬ সালের ১০ই মার্চ তারিখে একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন।

(৪) তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন ২০০৫ এ কি কি অধিকার দেওয়া হয়েছে?

উঃ জনস্বার্থে জন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন তথ্য চাওয়া যেতে পারে, কোন নথি বা কাজ পরিদর্শন করা যেতে পারে, নথির প্রত্যয়িত নকল বা নমুনা চাওয়া যেতে পারে।

(৫) তথ্যের অবিকল নকল, নমুনা পাওয়া বা পরিদর্শনের জন্য কোন মূল্য প্রদান করতে হয় কি?

উঃ আইন অনুযায়ী বিপিএল তালিকাভুক্ত নাগরিক ছাড়া সবাইকে ধার্য্য মূল্য প্রদান করতে হবে।

(৬) তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন ২০০৫ কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

উঃ সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(৭) অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট কি তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন ২০০৫ এর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না?

উঃ না।

(৮) (ক) তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন ২০০৫ কি কোন তথ্য দিতে অস্বীকার করে?

উঃ তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন ২০০৫ এবং ৮ নং এবং ৯ নং ধারার বিষয়গুলি এবং দ্বিতীয় তফশীলে উল্লেখিত ২২টি সংস্থার কাছ থেকে তথ্য চাওয়া যাবে না।

(খ) তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইনে প্রদত্ত অধিকার অনুযায়ী কোন কোন সংস্থা থেকে তথ্য চেয়ে আবেদন করা যেতে পারে?

উঃ গ্রাম পঞ্চায়েত, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য দপ্তর, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, পুলিশ প্রশাসন ইত্যাদি।

(৯) আংশিক তথ্য দেওয়া স্বপক্ষে তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন ২০০৫ কাজ করে কি?

উঃ হ্যাঁ।

(১০) এই আইন ফাইল নোট এর অনুলিপি দিতে কি অস্বীকার করা হয়?

উঃ না।

(১১) সম্পূর্ণ আইনটি কোথায় পাওয়া যাবে?

উঃ রাজ্য তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে (http://wbic.gov.in)।

(১২) তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী কোথায় আবেদন করতে হবে?

উঃ সংশ্লিষ্ট জন তথ্য আধিকারিকের কাছে।

(১৩) তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী আবেদন করলে কোন ফি দিতে হবে কি? থাকলে আবেদন কি কোথায় এবং কিভাবে জমা দিতে হবে?

উঃ হ্যাঁ। আবেদন পত্রের সাথে ১০ টাকার কোর্ট ফি স্ট্যাম্প বা নন-জুড়িশালির স্ট্যাম্প পেপার বা নির্দিষ্ট অ্যাকউন্ট হেডে পোষ্টাল অর্ডার বা ডিমান্ড ড্রাফট বা ব্যাঙ্কার্স চেকের মাধ্যমে জমা দেওয়া যায়।

(১৪) যদি কোন তথ্য আধিকারিক আবেদন পত্র জমা নিতে অস্বীকার করে তা হলে কি করণীয়?

উঃ রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া।

(১৫) আবেদন পত্রের নির্দিষ্ট কোন ফর্ম আছে কি?

উঃ না।

(১৬) তথ্য আধিকারিকের ঠিকানা কিভাব পাওয়া যাবে?

উঃ রাজ্য তথ্য কমিশনের বা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। (http://wbic.gov.in)

(১৭) তথ্য পাওয়ার কি নির্দিষ্ট সময় আছে?

উঃ হ্যাঁ। ৩০, ৩৫ বা ৪০ দিন।

(১৮) তথ্য পাওয়ার জন্য কি কোনো কারণ দেখাতে হয় ?

উঃ না।

(১৯) সন্তোষজনক তথ্য না পেলে আবেদনকারী কি করতে পারেন?

উঃ প্রথম আপীল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারেন।

(২০) প্রথম আপীল কর্তৃপক্ষ কে?

উঃ জন তথ্য আধিকারিকের বরিষ্ঠ কোন অধিকারিককে প্রথম আপীল কর্তৃপক্ষ হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

(২১) প্রথম আপীল করার জন্য কোন নির্দিষ্ট ফর্ম আছে কি?

উঃ না।

(২২) কত দিনের মধ্যে প্রথম আপীল করা যায়?

উঃ তথ্য পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে অথবা তথ্যের অধিকার অনুযায়ী আবেদন করার ৬০ দিন পরে।

(২৩) প্রথম আপীল করার পরেও সন্তোষজনক তথ্য না পেলে আবেদনকারী কি করতে পারেন?

উঃ তথ্য আয়োগে দ্বিতীয় আপীল করতে পারেন।

(২৪) দ্বিতীয় আপীলের কি কোন নির্দিষ্ট ফর্ম আছে?

উঃ পশ্চিমবঙ্গ তথ্য আয়োগ নির্দিষ্ট ফর্মের মাধ্যমে দ্বিতীয় আপীল জমা নেয়।

(২৫) কত দিনের মধ্যে দ্বিতীয় আপীল করা যায়?

উঃ প্রথম আপীল করার পরে ৯০ দিনের মধ্যে দ্বিতীয় আপীল করা যায়।

একটি প্রবাদ আছে 'সচেতন নাগরিক হল গনতন্ত্রের প্রহরী'। এই তথ্যের অধিকার আইন যদি আমরা সাধারণ নাগরিকগণ যথাযথ বুঝে প্রয়োগ করি তাহলে সরকারী দপ্তরের দুর্নীতি, ঢিলেমি, পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে জনগণকে উপেক্ষা করা প্রভৃতি হ্রাস পাবে – এটা অবশ্যই আশা করা যেতে পারে। তবে সরকারী দপ্তরের তরফে আইন

ভঙ্গকারীকে জিজ্ঞাসিত তথ্য না দেওয়ার কারণে শাস্তি বিধান আরও দৃঢ় হওয়া উচিত এবং এই ''তথ্যের অধিকার'' অবশ্যই সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্তি হওয়া উচিত।

তথ্য সুত্র ঃ পশ্চিমবঙ্গ তথ্য আয়োগ, খাদ্য ভবন কমপ্লেক্স, ১১A, মির্জা গালিব স্ট্রীট, তালতলা, কলকাতা – 700087
Phone : 033 - 22520509
E-mail : scic-wb@nic-in
Fax : 22520501
Website : http://wbic.gov.in

বিপ্লব দাস, হেড ক্লার্ক
শিলিগুড়ি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়

সাপ অভিশাপ নয়

সাপ নামটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত। একই সাথে সাপ আর আতঙ্ক আমাদের অনেকেই কাছেই সমার্মক হয়ে দাড়িয়েছে। সর্পকুলকে যদি ঠিকমত বোঝা বা জানা যায় তবে ভয় বা আতঙ্ক অনেকটাই কাটিয়ে তোলো যায়। যেটা প্রয়োজন তা হল, সাপের প্রজাতিকে জানা, তাদের চলাফেরা, গতি প্রকৃতি, ইচ্ছা অনিচ্ছা, রাগ–অনুরাগ সবটা বোঝা এবং সেইমত তাদের সাথে ব্যবহার করা, তাহলে আপনিও সাপের বন্ধু হতে পারবেন এবং সেও আপনার বন্ধু হবে এবং সমাজের উপকারে আসবে।

পৃথিবীতে প্রায় ২০টি পরিবার, ৫০০টি গন ৩৪০০টি প্রজাতির সাপ রয়েছে। এদের মধ্যে ১০ সে.মি. লম্বা থ্রেড সাপ (বাংলা নাম পুঁয়ে সাপ, অকেটা কেঁচোর মত দেখতে) থেকে শুরু করে ২৪–২৫ ফুট লম্বা অজগর বা অ্যানাকোন্ডা আছে। ২০০৯ সালে কলেম্বিয়ায় পাওয়া Taitanboa – নামক সাপের জীবানু থেকে পৃথিবীতে ৫–৬ কোটি আগে প্রায় ৫০ ফুট লম্বা সাপের অস্তিত্ব প্রমানিত।

সমুদ্রতল থেকে প্রায় ৪৯০০ মি. উচ্চতা পর্যন্ত সাপের দেখা পাওয়া যায়। সাপ লম্বাটে, হাত–পা বিহীন, মাংসসামী, আশযুক্ত, শীতল রক্তের মরিসৃপ এদের চোখের পাতা আর বহিংজর্ণ থাকে না। বিজ্ঞানভিত্তিক শ্রেনীবিন্যাস অনুযায়ী সাপ প্রাণী (Animalia) জগতের, কডাটা (Cordata) পর্বের, মেরুদন্ডী (Vertebrate) উপপর্বের, সরোপ্সিডা (Souropsida) শ্রেনীর, আশযুক্ত (Squamata) বর্গের এবং সার্পেঐস বা সর্প (Serpentes) উপবর্গের অন্তর্গত একটি প্রাণী।

অ্যান্টাটিকা ছাড়া প্রায় সব মহাদেশে এবং অ্যাটলান্টিক মহাসাগর ছাড়া প্রায় সব জলা জায়গাতেই সাপের দেখা পাওয়া যায়।

সাপের জীবাশ্ম (Fossil) পাওয়া খুবব দুর্যহ, কারণ সাপের কঙ্কাল খুব ছোট ছোট হাড় দিয়ে তৈরি আর সেগুলো খুব ভঙ্গুর যার ফলে অক্সীভবন (Fossilization) খুব কম হয়। যদিও দক্ষিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় পাওয়া প্রায় ১৪ কোটি বছরের পুরোনো জীবাশ্মের নমুনা থেকে সাপের অস্তিত্ব বোঝা যায়। বেটার দেহের গঠন ছিল বর্তমানকালের গিরগিটির মতো। বৈজ্ঞানিকদের মতে গিরগিটি জাতীয় প্রানী থেকেই বিবর্তনের ধারায় আধুনিক সাপের সৃষ্টি হয়েছে। আনুমানিক ৫–৬ কোটি বছর আগে থেকে হাত–পা বিহীন সাপের বিকাশ শুরু হয়।

সাপের বহিঃকর্ণ নেই এবং সাপের কোন বাতাসজাত শব্দ শুনতে পায় না। সাপের ঘ্রানশক্তি খুব প্রখর এরা গন্দের সাহায্যে শিকার খুজে বের করে। সাপেরা তাদের চেরা জিভ বের করে বাতাস অথবা মাটি থেকে ধুলো বা অন্য কোন বস্তুর স্পর্শ নিয়ে তাদের তালুতে থাকা জেকবসন যন্ত্রে (Jacobson's organ) পাঠায়। সেখান থেকেই সাপেরা ঘ্রানের র..... বুঝতে পারে।

সাপ বিশেষে তাদের দৃষ্টিশক্তির তারতম্য হয়। সাপেদের দৃষ্টিশক্তি খুব ভালো না হলেও, আলো এবং অন্ধকারের তফাৎ বুঝতে পারা এবং কোন বস্তুর নড়াচড়া বুঝতে জন্য যথেস্ট। সাধারণত বৃক্ষবাসী সাপেদের দৃষ্টিশক্তি বেশী ভালো। কিছু সাপ যেমন লাউডগা একই সাথে দুটি চোখের দৃষ্টি একটি বস্তুর উপর স্থির করতে পারে (Binocular Vision) গোছোরোড়া (Pit Viper), অজগর এবং অন্য কিছু সাপের চোখও নাকের মাঝে একজোড়া ছিদ্র বা পিট (Pit) থাকে যার সাহায্যে এরা ০.০০৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রার তারতম্য অনুভব করতে পারে। এই পিটের সাহায্যেই অজগর বা গেছোবোড়া জাতীয় সাপ রাতের অন্ধকারেও উষ্ণ রক্তের প্রানী (ইদুর, পাখী) অনায়াসে খুজে বের করতে পারে। সাপের শরীরের যে অংশটি মাটির সঙ্গে লেগে থাকে সেটি কঠিন এবং তরল মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়া যে কোন কম্পন অনুভব করতে সক্ষম।

সাপের চামড়া অসংখ্য আশ দিয়ে ঢাকা থাকে। পেটের দিকের আশগুলি বড় আর লম্বা হয়। এগুলি প্রধানত সাপের চলাফেরায় সাহায্য করে। এমনইতে আশ সাপকে বাহ্যিক আঘাত, অধক্ষ শীত বা উষ্ণতা ও দেহের আদ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। বড়ন্ত সাপ সাধারণত বছরে তিন–চারবার খোলস ত্যাগ করে। খোলস ছাড়ার অনেকগুলি ভাল দিক আছে। প্রথমতঃ পুরানো চামড়ার বদলে নতুন চামড়া তৈরি হয় দ্বিতীয়তঃ উঠুন বা অন্যান্য পরজীবী খোলশের সঙ্গে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়।

নির্দিষ্ট প্রজাতির সাপের শুধুমাত্র সেই প্রজাতির সাপের সাথেই মিলন ঘটে। শ্রী সাপ পুরুষ সাপকে আকৃষ্ট করার জন্য লেজের কাছে থাকা মাস্ক গ্রান্ড থেকে একরকম রস নিস্ক্রিত করে। এক এক প্রজাতির সাপের নিসূরনের গন্ধ এক এক রকম। মিলনের ৪০ থেকে ৫০ দিন পর অধিকাংশ সাপ ডিম পাড়ে। আবার কিছু সাপ (চন্দ্রবোড়া, বালি বোড়া, লাউ ডোগা) মিলনের প্রায় ৮০ থেকে ১০০ দিন পর সরাসরি বাচ্চা প্রসব করে। যেসব ডিম পাড়ে তারে ডিম ফুটে বাচ্চা হতে ৫০ থেকে ৬০ দিন সময় লাগে। অধিকাংশ সাপ ইদুর, ব্যাঙ, টিকটিকি, পাখীর ছানা ইত্যাদি খেয়ে থাকে। কিছু সাপ (কালাচ, শঙ্খচুড়, শাখামুটি) প্রধানত সাপ খায়। ছোট সাপ কীটপতঙ্গ খেয়ে বড় হয়।

সাপ যেহেতু শীতল রক্তের প্রাণী সেজন্য বিভিন্ন শারীরবৃত্তির কাজের জন্য শকিত সঞ্চয় করতে এদের বাইরে থেকে তাপ সংগ্রহ করতে হয়। এদের মূল তাপের উৎস হলো সূর্যালোক। সেজন্য যখন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস – ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কম হয়ে যায় তখন এরা নিজে থেকে প্রয়োজনীয় তাপ সংগ্রহ করতে পারে না ফলে শিক্ষার ধরা বা শত্রুর মোকাবিলা করার মত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং গাছের কোটর বা ইদুরের গর্তের মত কোন গোপন আশ্রয়ে আত্মগোপন করে। যাতে চলতি ভাষায় সাপের শীত ঘুম বলা হয়। আবার যখন তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর উপর থাকে তখন এরা গোপন ডেরা ছেড়ে শিকারের খোজে বেরিয়ে পড়ে। ঠিক একইভাবে যখন তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর উপর উঠে যায় তখন অতিরিক্ত গরমে সাপের ডি–হাইড্রেশন হয়ে মারা যাওয়ার ভয় থাকে। সেজন্য মরু অঞ্চলে সাপ নিজেকে বালির তলায় লুকিয়ে রাখে।

পৃথিবীতে আনুমানিক ৩৪০০টি প্রজাতির সাপের মধ্যে প্রায় ৬০০টি প্রজাতির সাপ বিষধর সাপের

তালিকাভুক্ত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O.) মোট ২০০ প্রজাতির সাপকে চিহ্নিত করেছে যাদের কামড়ে সারা পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটছে। তথ্য পরিস্যংখান অনুযায়ী ভারতবর্ষে সাপের কামড়ে মারা যাওয়ার সংখ্যাটা বছরে প্রায় ৫০০০০। যেসব সাপের কামড়ে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী মানুষ মারা যায় সেগুলি হল –

১.	গোসরো	Spectacled Cobra
২.	কেউটে	Monocled Cobra
৩.	কালাচ	Common Krait
৪.	চন্দ্রবোড়া	Russell's Viper
৫.	রাজ বংশী বাকুরমা	Saw Sealed Viper

এছাড়াও পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আকারের বিষধর সাপ শঙ্খচুড় ও (King Cobra) প্রচুর সংখ্যায় ভারতবর্ষের ..... গুলিতে পাওয়া। অন্য একটি বিষধর সাপ হল শাখামুটি (Banded Krait) কিন্তু এই দুটি সাপের কামড়ের ঘটনা বিরল।

বাকি যেসব সাপ আমরা আমাদের আশে পাশে দেখতে পাই যেমন হেলে – (Striped Keelback), দাড়াশ (Rat Snake), জলঢোড়া (Checkered Keelback), কালনাগিনী (Omate Flying Snake), বেতআছড়া (Bronz Back Tree Snake), অজগর (Python), ঘরচিতি (Wolf Snake) – এগুলি সবই নির্বিষ সাপের তালিকাভুক্ত।

বিষধর সাপের ওপরের চোয়ালের দুদিকে চোখের নীচ বরাবর দুটি ফাপা ও ভেতরের দিকে বাকানো বিষদাত থাকে। সেদুটি দুটি সরু নালীর সাহায্যে চোখের পেছনে থাকা দুটি বিষগ্রন্থির সাথে যুক্ত। সাপ কাউকে কামড়ে যদি বিষগ্রন্থিগুলি সঙ্কুচিত করে, তবে বিষ বিষনালীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ফাপা বিষদাদের মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তি বা প্রানীর শরীরে প্রবেশ করে। কামড়ানোর পর বিষপ্রয়োগ করবে কি করবে না সেটা পুরোপুরি সাপের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় মোট সাপের কামড়ে আক্রান্ত ব্যক্তির ৭০ শতাংশ ব্যক্তিকে নির্বিষ সাপে কামড়ায় আর বাকি ৩০ শতাংশ মানুষের অর্ধেক মানে ১৫ শতাংশকে কামড়ালেও সাপ বিষ প্রয়োগ করে না। যা কে বলা হয় শুকনো কামড় (Dry Blue)। অর্থাৎ কেবলমাত্র ১৫ শতাংশ আক্রান্ত ব্যক্তির সময়মত চিকিৎসা না করালে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে।

অনেকের মতে সাপের কামড় দাতের দাগ দেখে বোঝা যায় যে সেটা বিষধর না নির্বিষ সাপের। কিন্তু বহু নির্বিষ সাপের দাতের চিহ্ন বিষধর সাপের কামড়ের মতো দেখতে হয়। আবার এশিয়ার সবচেয়ে বিষধর সাপ 'কালাচ' –এর দাতের দাগ কামড়ের কিছুক্ষন পর খুজেই পাওয়া যায় না। তাই দাতের দাগ দেখে কোন সিদ্ধান্ত পৌছানো ঠিক নয়। বিষধর সাপের কামড়ের একমাত্র চিকিৎসা হল অল্প সময়ের মধ্যে আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করে AVS (Anti Venum Serum) দেওয়ানো। সাথে আর দুটো–তিনটি বিজ্ঞান সম্মত উপদেশ মেনে চললেও আরও ভালো। (১)

ক্ষত অঙ্গকে যথাসম্ভব স্থির রাখা, (২) ক্ষত অঙ্গে কোন অলঙ্কার (চুড়ি, বালা) বা টাইট পোশাক থাকলে সাথে সাথে খুলে ফেলা, (৩) আক্রান্ত ব্যক্তিকে সাহস যোগান, (৪) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব (সম্ভব হলে শুইয়ে) হাসপাতালে বা মেডিক্যাল কলেজে পাঠান।

বিষধর সাপে কামড়ালে সাধারনত ক্ষতস্থান খুব জ্বালা করে, ফুলে ওঠে, দুর্বলতা বোধ হয়, সময় বাড়ার সাথে সাথে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে (গোখরো, কেউটে, কালাচের ক্ষেত্রে)। কোন কোন সাপের কামড়ে মাড়ি থেকে রক্তপাত হয়। পেচ্ছাপের সাথে রক্তপাত হয়, রক্তের জ্ঞন প্রক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায় (চন্দ্রবোড়া, রাজবংশী ইত্যাদি সাপের ক্ষেত্রে)। কিন্তু যে সাপেই কামড়াকনা কেন কোন বিষেসজ্ঞের মতামত ছাড়া নিজে থেকে চিকিৎসা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। আর আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাঁচাতে বা আক্রান্ত ব্যক্তির যাতে অঙহানী না ঘটে সেজন্য কিছু অবৈজ্ঞানিক কাজ একেবারেই করা উচিত নয়, যেমন–

(১) ওঝা, গুনিন বা সাপুড়ের কাছে গিয়ে সময় নষ্ট করবেন না।

(২) বাধন দেওয়ার কোন বিজ্ঞানসম্মত ভালো দিক নেই যদি আক্রান্ত ব্যক্তির মনের জোর বাড়ানোর জন্য বাধন দিতেও হয় তবে খেয়াল রাখবেন যেন সেটা হালকা ভাবে দেওয়া হয় যাতে রক্ত চলাচল ব্যাঘাত না ঘটে। তাতে আক্রান্ত ব্যক্তির অঙহানীর সম্ভাবনা থাকে।

(৩) ক্ষতস্থান কাটবেন না, পোড়াবেন না বা বরফ লাগাবেন না।

(৪) হাসপাতালে ভর্তি করার আগে পর্যন্ত আক্রান্ত ব্যক্তিকে কোন ওষুধ খোয়াবেন না বা ক্ষতস্থানে কোন ওষুধ বা মলম লাগাবেন না।

(৫) আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাঁটাচলা করতে দেবেন না।

একটা কথা সবসময় মনে রাখবেন অযথা দেরী না করে আক্রান্ত ব্যক্তিকে হাসপাতাল ভর্তি করলে অনায়াসে প্রান বাঁচানো সম্ভব। এই কথাটা আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। কেবলমাত্র শিকার করা আর আত্মরক্ষার জন্যই সাপ বিষপ্রয়োগ করে।

AVS সাধারনত খোলা বাজারে পাওয়া যায় না। আর সরকারী হাসপাতালে AVS বিনামূল্যে পাওয়া যায়। তাই সাপের কামড়ের রুগীকে সবসময় সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত।

আমাদের পরিবেশে সাপের অনেক উপযোগীতা আছে। প্রথমত AVS রাসায়নিকভাবে তৈরি করা যায় না শুধুমাত্র সাপের বিষ থেকেই তৈরী করে। দ্বিতীয়ত সাপ লক্ষ–লক্ষ ইদুর খেয়ে কয়েক লক্ষ ..... বাঁচায় ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে তা ছাড়াও সাপের বিষ থেকে বহু জীবনদায়ী ওষুধ তৈরী হয়। তাই নিজেদের বাঁচার তাগিদেই বাঁচাতে হবে।

– রাজু সরকার, হিসাবরক্ষক
শিলিগুড়ি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়

আমার ‘মা’

এ ভালোবাসার জোয়ার দেখেছি তোমার চোখে

কত না চাওয়া কত না পাওয়া তোমার দু–নয়ন ভোরে

তা দেখেছি তোমার চোখে।

দুঃসময়ে ফেলোনি আমাদের রেখেছো বুকে ধরে

দিয়েছো নতুন প্রান দিয়েছো শক্তি এ রক্ত মাংস শরীরে,

তুমি কে?

গভীর অন্ধকার থেকে দেখিয়েছো নতুন আশার আলো

আমাদের নির্বুদ্ধিতায় তুমি জ্ঞানের বাতি জ্বালো,

তুমি কে?

ঝড় বৃষ্টি বিপর্যয়ে যখন আমরা সবকিছু ফেলি হারিয়ে

তখন তুমি কেনইবা থাকো আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে,

বলো তুমি কে?

তুমি, তুমি যে আমার ‘মা’ আমার প্রেরনা

তোমায় পেয়ে আমরা ভুলি সব দুঃখ বেদনা

তুমি যদি গাছ হও আমরা তার লতি

তোমায় পেয়েই আমরা পাই চলার নতুন গতি।

‘‘তুমি যে আমার ‘মা’ আমার জীবনের প্রেরনা’’

– স্বপ্না সরকার (রায়)
লেডি এটেনডেন্ট
শিলিগুড়ি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

THE RAIN

An utterance of Mortal to the Nature

I have a peace, an art of gentle and bland love.

It surprises me with shower, as she is bowling down to my chest and front
Like a kisser, flattening my grief and woe.
She asks me about a truth -
Have you that bliss and happiness o the mankind?
I answered "yes, to their morther's lap".

Be my comfort into this world of storyteller.
Like her, you are the compeer and grace in my sky.
Can you drench in my every inches, with a pristine hopes and ideas?
I, want to be a boozer with your every drops of wet-old-wine,
Entering into the conjure world of fantasy.
I, Will sing a song with you,
And it will be the happiest rhyme between us.

Don't be my gloomy sky with a heavyhearted clouds,
Rather be my running mate under the firmament,
That twinkles bright.
Shower like a shattered galaxy and a broken star.
And shower on me like a writer,
Writing my last destiny.

- SAGAR RAKSHIT
(Guest Lecturer-in-English)

কবিগুরুর জন্মদিনে দুচার কথা

‘আজ পঁচিশে বৈশাখ’

কি আনন্দ আকাশে বাতাসে!

উৎসব এবং হুজুগ প্রিয় বাঙালির ব্রত উদযাপনের দিন!

কেউ কেউ এই দিনে কবিগুরু কে মনে করে আর সভা সমিতিতে ওনার দর্শন, ওনার কালজয়ী ভাবনা, ওনার জীবন নিয়ে কবিতা বা ভাব নিয়ে দুচার কথা বলে, আবার কেউ কেউ সারা বছরই উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁর নামে আহল্লাদে তাঁর স্মৃতিচারণ করেন! তার গান বা নাটক বা কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে, আবার কেউ কেউ সেই কোন ছোটবেলার থেকে তাঁকে ধরে রেখেছে মনে, নিঃশ্বাসে আর চিন্তাধারায় এবং দর্শনে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি এদের কোনো দলেই পড়ি না।

তাতে আমার দুঃখ যে হয় না এমন নয়, তবে একসাথে কি সব কিছু করা যায়?

আচ্ছা ওই রিকশাওয়ালা কি চেনে কবিগুরু কে? ও নিরন্তর ঘাম ঝরিয়ে পয়সা উপার্জন করে আর আনন্দে থাকে নিরন্তর। বৌ বাচ্চার সংসারে সশব্দ অভিযোগের ঝড় সামলে একটু আধটু নেশা করে কখোনো সখোনো – এর কাছে কবিগুরুর গুরুত্ব বোঝানো কি আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না? হতে পারে প্রশ্ন তাতে লাভ কি হবে! কিন্তু এরাইতো কবিগুরুর বিভিন্ন গল্প উপন্যাসের চরিত্র! আর এরাই জানবে না ওদের গুরুত্ব।

ওই সবজিওয়ালা, দুধওয়ালা বা মেহনতি জনতা কে কবিগুরুর সম্বন্ধে তাদের ভাষায় তাদের মতো করে কি জানানো যায় না আমাদের ঐতিহ্য কে! এই একটা পরিকল্পনা নিলে হয়তো তিনি খুশি হতেন। হয়তো জন্মদিনের আসল উপহার পেতেন!

যুব সমাজ যারা ডিজে বা নেশা বা প্রেম নিয়ে মশগুল তাদের কাছেও যদি তাদের মতো করে কবিগুরুকে উপস্থাপনা করা যায় তবে তাদের জীবনে ঝড় হয়তো কমবে না কিন্তু তাঁর দর্শনে ঝাপ্টা লাগবে কম! জীবনের রহস্য বুঝতে পারবে তারা, পারবে বুঝতে প্রেমের মহিমা বা মানসিক অবসাদের মহাঔষধি!

এগুলো কি করা যায় বা এগুলো কি আমাদের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে?

সারা বিশ্ব যখন তাঁকে নিয়ে আজও তোলপাড় করছে তখন আমাদের এই দায়িত্ব নেওয়া কি যুক্তির বাইরে!

সমাজের প্রতিটি স্তরে তা হোক মানবিক, মানসিক, রাজনৈতিক বা প্রেম বিরহ বা নির্যাতনের হাল হকিকত, সমস্ত বিষয়ে তো তিনি ছিলেন কালজয়ী।

এসব আমার কল্পনাবিলাসি পরিকল্পনা! কারণ আমাদের এই হুজুগটা ভালো লাগে না কোনোদিনই! যেমন করোনাতে মৃত্যু নিয়ে এই এতো হাহাকার কিন্তু যেটা করণীয় সেটা করছি না কেউ বারবার! এই দিদি খারাপ দাদা ভালো কিংবা মোর্চা আসবেই। হুজুগে সবার বিচার বিশ্লেষণ তারপর যে আসে সিংহাসনে তাঁকে নিয়ে উন্মাদনা আর বুদ্ধিজীবীদের শীৎকার ''আগেই তো জানতাম আমি''।

সঠিক চিন্তা সঠিক পরিকল্পনা সঠিক প্রয়োগ একজন সঠিক মানুষের প্রয়োজন অন্তত যারা নিজেদের শিক্ষিত এবং পরিমার্জিত ভাবেন তাদের কাছ থেকে তো এটাই প্রত্যাশা! না হলে ওই অশিক্ষিত অভদ্র দরিদ্র আশি শতাংশ ভারতবাসী থেকে কি প্রত্যাশা থাকবে।

কবিগুরুর জন্মদিনে বেশ সেজেগুজে ধুতি পাঞ্জাবি পরে বা লাল পেড়ে শাড়ি পরে লাইভ অনুষ্ঠানে কত ভিউয়ার্স হয়েছে তার আলোচনা! কবিগুরু বলেছিলেন বোধ হয় (আমার পড়াশোনা তাঁকে নিয়ে খুব কম) 'যেখানে গভীরতা নেই সেখানে আড়ম্বর বেশি'!

মানুষ এখন উদাহরণ চায়, চায় সেই সব ব্যক্তিত্বদের, যাদের মধ্যে আছে ত্যাগ এরর মহৎ গুন বা নিজের দৈনন্দিন জীবনে আছে নিজ বক্তব্যের প্রতিফলন! নতুবা ওই রাবীন্দ্রিক ঢঙে সেজে আয়নায় নিজের চুল দেখে ভাষণ দিলে ভাষণ তো আপামর দর্শক হাতে তালি দেবে কিন্তু ওদের কথার কোনো তাল তার হৃদয়ে বাজবে না! আজকের রবীন্দ্র জন্মদিনে সেই সমস্ত বুদ্ধিজীবিদের পরিস্থিতি লক্ষী পুজোর পুরোহিতদের মতো! নিজেরা নিজেদের কয়টা অনুষ্ঠান কভার করতে হলো তার আলাপ আলোচনায় শহরে সে কত পরিচিত তা বোঝানোর প্রতিযোগিতা!

এই সমস্ত আমার মতো ফালতু পাগলের প্রলাপ এবং জানি কারো ভালো লাগবে না আর তাতেও কিছু এসে যায় না কারণ আমার ভিউয়ার্স তো মেরেকেটে ষোলো!

তবু মনে হয় চিৎকার করে বলি যদি রবিঠাকুরকে জীবনের দর্শনে স্থান না দাও তবে ভণিতার প্রার্থনা আর অভিনয়ের প্রণাম নাই বা করলে! তিনি তো এসব চান নি!

কি সুন্দর তিনি বলেছিলেন ''তোমার পুজোর ছলে আমি তোমায় ভুলে থাকি''।

কালজয়ী তো তাই তিনি জানতেন তাঁকে নিয়ে উন্মাদনা আসলে আমি কতটা জানি তার স্বয়ম্বর সভা!

ক্ষমা করবেন এই ধৃষ্টতা!

শমিত বিশ্বাস
ইলেক্ট্রেশিয়ান কাম কেয়ারটেকার
শিলিগুড়ি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়

‘‘नारी’’

कसैको दिदी, कसैको बहिनी, कसैको हुन्छ आमा,
नारीको रूप र साइनो पनि यस्तै छ दुनियामा।
मायाको सागर, दयाको भण्डार नारीमा हुदँछ,
देखेर नारीको माया र सेवा मुटु नै छुदँछ।।

आमाको रूपमा नारीको जीवन अति छ महान्
आमा भन्दा विश्वले दिन्छ ठुलो सम्मान।
किनेर पाइन्छ संसारमा सबै, आमा त पाइँदैन
मायाको छहारी आमाको भन्दा अरूले छाउँदैन।।

बिरताको गाथा झाँसीकी रानी, लक्ष्मी बाई
कम छैनन् नारी कमजोर नसोच्नु नारीलाई
आटिलो बनि युद्ध लडी इतिहास लेखाए
नारीमा पनि शक्ति छ भनी संसारलाई देखाए।।

राजनीतिमा पनि नारी छैनन् कहिले कम
विश्वमा पनि देखाएका छन् नारीले दम।
इन्दिरा गान्धी को थिए ? भनी सबैले जान्दछन्
जीवन नै दिए देशको निम्ति देशले मन्दछन्।।

पतिको साथको आउँछिन् नारी घर नै छाडेर
सुखमा राख्छिन परिवारलाई मायाले जोडेर।
तेलको कमी दियोमा भए हुँदछ मधुरो
नारीबिना संसारमा जीवन बन्दछ अधुरो।।

Submitted By :
Mohini Ghatanay
5th Semester (Programme)

''अखंड भारत''

प्रणय शर्मा, बि.कम (हनर्स), दितीय सत्र

तिरंगा ये मेरे देश का सदैव लहराएगा,

किसकी है मजाल जो इसको झुका पाएगा,

जब तम हिंदुस्तानियों के रगों में लहु का बहाव रहेगा,

तब तक यह मेरा देश अखंड भारत कहलायोगा।

Submitted By :
Pranoy Sharma
Semester 3rd (Honours Programme)

''पथ की पहचान''

कमल कुमारी पोद्दार, बि.कम जेनरल, चतुर्थ सत्र

निर्धारित है लक्ष्य अगर,
फिर मुश्किल नहीं कोई डगर,
सहि पथ की पहचान करो,
जगत में आपना नाम करो।

अनगिनत राही गए इस राह,
पर चला न उनका कोई पता,
अपने अथक परिश्रम से,
कुछ लोगों ने छोड़े पैरों के निशान।

हर सफल पंथी यही
विश्वास से आगे बढ़ा है,
किसी भी विघ्न बाधा से,
ना थमा है, ना रूका हैं।

तुम भी ले लो प्रण ये आज,
सफलता का पहनोगे ताज,
सार्थक होगा यह जीवन तभी
हरक्षण जब रहोगे अटल अबिराम।

Submitted By:
Komal Kumari Poddar
Semester 5th (Programme)

''माँ''

माँ की प्यारी ममता को
तो सबने स्वीकार है,
पर पापा की परवरिश को
किसने हे ललकारा।

माँ होती है हर
घर की रौशनी,
और पापा उस रौशनी
के दीया और बाती

पापा की मेहनत
सुरज के किरन जैसी होती हैं,
जो गर्म जरुर होती है
लेकिन ना हो तो
अन्धेरा सा छा जाता है।

पापा तो बेटियों के गुरुर होती
जिनको वो अपनी दुनिया मानती हैं,
और बेटियां तो पापा की शान होती हैं
जिनको वो अपनी जान मानते है।

Submitted By :
Monisha Agarwal
Semester 3rd (Programme)

ARE WOMEN ALWAYS LATE?

You must have always heard people saying women are always late. Or women need two hours to get ready.

But let me tell you why women are always late especially in India.

There was a plan of a couple going on a picnic. Next day both of them woke up and husband did the same thing that 99% of man in India does. He was ready and started reading newspaper.

Almost in every Indian household this is very normal and daily routine.

Al the same time wife got up cleaned house and after taking bath, did puja. After that she was busy preparing breakfast and lunch items for picnic. Meanwhile her husband who was reading newspaper asked for a cup of tea because he wants to enjoy his newspaper with a cup of tea.

Yes she gave tea and finished all her chores. Then she went to her room to get ready.

When she came out with food and things required in picnic. He says "we are very late, what took you so much time? I can't understand women we have to wait for 3 hours after getting ready."

Isn't it ironic to hear this from him?

All I wanted to say was dear why do you wait for 3 hours and not make the tea for yourself. Why to wait for 3 hours if you can help in cutting vegetable, making your own tea, arranging things required in picnic and helping her instead of sitting idle and passing those comments.

All I want to ask to you is: "ARE WOMEN ALWAYS LATE?"

Submitted By :
RUBY THAPA
Semester 6th (Honours Programme)

''नन्ही परि''

आज छोटि सी नन्ही परि घर में आई है,
आज छोटि सी नन्ही परि घर में आई है,
उसे क्या पता आच्छा पिता बनने की मैंने कितने सपने सजाये है
लोरिया गाकर मैं उसे सुलाया करुँगा
माँ की तरह सुबह-सुबह प्यार से सर पर हाथ फेर उठाया करुँगा
तुझे जितना हो सके उतना लाड लागाऊंगा, पर गलत काम करने पर
डांट भी मैं लगाऊंगा
याद जो तुझे माँ की आएगी मैं अपने गोद में तेरा सर रख तुझे सुलाऊँगा
देर रात हो जाये अगर ऑफिस मैं आने में, सॉरी का मैसेज छोड़ जाऊंगा
तेरी होठो पर मुस्कुराहट लाने को, मैं दुनिया से भी लड़ जाऊंगा
दोस्त की तरह तेरी बातो, तेरी चाहतो को समझूंगा
बंदिशों में रखने की चाहत नहीं होगी मेरी, ना अपनीमर्जी तुंझ पर यो पवाऊँगा
हां पर तुझे सही या गलत दोनों की समझ हो इतना जरुर कर जाऊंगा
इक्कीसवी सदी में, तेरा सच्चा दोस्त बन जाऊंगा,
पर ९०ज के बाप की तरह घर देर से आने पर कहाँ गई थी ये पुछना भूल ना जाऊंगा
तेरी सारी गुड़ीयों को एक पिटारे में रख कर ताले को उसकी अगुवारी करने को लगवाउँगा
दुनिया की बुरी नजर से लड़ने को शेल्फ डिफेन्स के साथ माइंड डिफेन्स भी सिखलाऊंगा
तुझे कुछ कमी ना खले उसके लिये रात-दिन लग जाऊंगा,
गलती तुझसे हो जाए आगर डाटने से पहले तेरी बातों को समझने की कोशिश कर जाऊंगा
बस तु भी समझने की कोशिश करना, पिता की डांट को दिल से ना लागाना
माँ की कमी तुझे कभी खलने न दूंगा,
अपने प्यार, अपने दुलार से तुझे सींच कर अपने पैरों पर खड़ा करूँगा
मेरी कोशिशे उस दिन रंग लाएगी जिस दिन तेरे नाम से, मै पहचाना जाऊंगा
फिर भी कोई कमी रह जाए अगर, माँफ मुझे कर देना बिटिया मै फिर से कोशिश में लगजाऊंगा
अपनी आखरी सांस, आखरी एहसास तक मै तेरे लिए रहुँगा बिटिया
एक पिता होकर भी मै माँ, भाई, बहिन, दोस्त, सबका फर्ज निभाउंगा

Submitted By:
GARIMA SINHA
Semester 6th (Honours Programme)

''शिक्षा पर कोरोना विषाणु का प्रभाव''

शिक्षा का वास्तविका अर्थ हो सीख। जिससे मनुष्य का विवेक जाग्रत होता है। यह शिक्षा ना जाने कैसे परिवर्तित होती चली गई और अपने मूलरूप से पूरी तरह बदल गई। शिक्षा अब 'अर्थ' से जुड़ गई अर्थात शिक्षा का उद्देश्य धन अर्जित करना हो गया। नैतिकता से शिक्षा का कोई नता ना रहा। शिक्षा प्रोफेसनलिज्म से जुड़ गई।

ये जीवन का भाग-दोड़ चल ही रही थी कि कोरोना महामारी से अचानक सब रूक गया, थम गया। स्कुल, कलेज बंद, पार्क, रेस्टोरेंट, होटल, सब का सटर डाउन हो गया। बस, रेल, हवाई जहाज, टेक्सी सब बंद हो गई। मनुष्य घर की चार दीवार मे बंद हो गया।

फिण जब लगा की घर बैठे-बैठे सब कुछ ज्यादा ही हो गया, लो फिर से नये नये तरीके से काम शुरू करने का जुगाड़ शुरू हुआ। जिन स्कुल कॉलेज के केम्पास में मोबाइल निषेध के बोर्ड लगे थे वो मोबाइल पर ही कॉलेज खोल बैंठे।

सब से अच्छी बात यह है कि इतने सालों मे पहली बार इतने समय सब घर पर साथ रहे। परीक्षा से ज्यादा शिक्षा महत्त्यपूर्ण है। शिक्षा वह भी नैतिकता की, जो किसी वास्तविक या क्लासरूम नें नही हो सकता।

Submitted By :
PUJA GUPTA
Semester 3rd (Programme)

কৃষ্ণচূড়া

ওগো কৃষ্ণচূড়া কেন তুমি এত লাল?

দেখেছি তোমায় একাই রূপে ধরে বহুকাল
পরে আজ তুমি রক্ত লাল বেনারসী,
তোমারই রূপে মুগ্ধ তারকা শশী।

কৃষ্ণচূড়া তুমি লাজরাঙা বধূ,
উছলি পড়েছে অঙ্গ হতে, যেন মায়াভরা মধু।

তোমার রূপে মুগ্ধ হয়েছে কত না কবি,
একেছে তারা হৃদয়ে বিচিত্র শত ছবি।
ওগো কৃষ্ণচূড়া তবু কেন তুমি আনমনা?
সর্বস্ব বিলায়ে সুখী করেছ শতজনা

আছ তুমি থাকবে তুমি এমনি অম্লান,
নিজেরে বিলায়ে তুমি বড় মহীয়ান।

Submitted By :
ROHIT MANDAL
Semester 5th (Honours Programme)

‘সে’

দাদা, একটা চা দাওতো (হুঙ্কার এর স্বরে বলে উঠলাম), আজকে আমার মেজাজ, সাধারন থেকে একটু বেশি গরম! কার না হয় বলুন তো!!!?? ২ ঘন্টা ধরে ভাদ্র মাসের পচা গরমে দাড়িয়ে থেকে, শরীরের সব রক্ত যখন শুকিয়ে যাচ্ছে, এমন অবস্থায় যখন কানে আসে, আজকের টিফিন ব্রেক ক্যানসেল, এবং তার সাথে সাথে আমার অপেক্ষার দিউরেসন ও আরও ১.৫ ঘন্টা বেরে গেছে, কেমন ভাবতে গেলেই রক্তচাপতা বেরে যাচ্ছে না? তখন, এমন অবস্থায় ঠান্ডা মেজাজ এর মানুষ ও মহাকাল–এর রূপ ধারণ করে। সে যাই হোক, তার দেখা পেলে এই প্রলয়ংকারি মহাকাল কে, দয়াশীল আরবিন্দ হতে সময় লাগবে না। এমাআআ! আমিও কেমন গল্পটা বলা শুরু করলাম,কিন্তু নিজের পরিচয়ই দিলাম না, আমি তরুন!!

তরুন ব্যানার্জি, আর এটা আমার গল্প, এমন শেষ থেকে বললে ঠিক জমছে না, প্রথম থেকে বলতে হবে, সবটা বলতে হবে আমি তরুন!!!, আমি এখন শিলিগুড়ি বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের স্নাতক, এই গল্পের শুরু আজ প্রায় ৩.৫ বছর আগের, মানে সদ্য ক্লাস ১০ পাস করার পরের সময়ের। যখন আমি নিজের জীবন এর এমন একটি পর্যায়, যাকে না পুরোপুরি বলা হয় শৈশব নাকি যৌবন বুড়ো মানুষেরা এই সময়টিকে বলে কৈশোর, এই বয়সের একটি বিশেসত্ত আছে বাবা, মা আপনার ওপর হঠাৎ করে একটু বেশি বিশ্বাস করা শুরু করে, অনেকটা স্বাধীনতাও দেয়, তাই যথারীতি মাতা, পিতার করা নজরদারির থেকেও খানিকটা, বেশি নয় কিন্তু খানিকটা মুক্তি পাওয়া যায়, এই সময় থেকেই নিজেই স্কুলে আসা যাওয়া করি, মানে স্কুল তো আর যেতাম না মানে স্কুলের নামে বিল কাটিয়ে, শুধু বাড়িরর নজরদারি থেকে মুক্ত হতাম, তারপর হাতে বপ এর জায়গা নিতো খেলার ব্যাট আর টিচার এর অঙ্কের ৪, ৬ পরিনত হতো আম্পায়ার এর ৪.... ৬...। এর ডাকে। আবার খেলাধূলো সেশ করে, স্কুল শেষ হওয়ার সময় বাড়ির জন্য প্রস্থান করতাম কখনও কখনও আবার বন্ধুদের সাছে চা–এর দোকানে আড্ডা, তথা কেরাম ইত্যাদি চলতো, এভাবেই বেশ আরামেই জীবন কেটে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই আমার জীবনের সেই কালো মুহূর্ত আসলো .....। হা হা হা হা হা ক্ষমা চাইছি, একটু রশিকতা করছিলাম। কালো মুহূর্ত না হলেও মুহূর্ত বলতে পারো আমার জীবনের, এক খুবই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, এবার কালো না সাদা সেটা তোমরা নিজে ঠিক করে নেও। আচ্ছা এখানে আরেকটি জরুরি কথা বলা হল না, আরেকটি চরিত্র যার এই গল্পে অনেকখানি এই সময়ই আমার প্রীয় বন্ধু সুশীল এর কেনও জানি না একদিন ও আমাদের মাঠে খেলতে এসে বলে এই ভাই আজ থেকে আর খেলতে আসতে পারবো না রে পড়ার অনেক চাপ আছে, এই শুনে ত আআম্রা সবাই অবাক, হঠাৎ করে পড়ার ভীষণ ইচ্ছে জেগে গেছিল তাঁর, যা এক অবিশ্বাস্য ঘটনা কারন আমাদের মধ্যে স্কুল সবচেয়ে বেশি ফাকি ও মারত, তথাকথিত ভাবে স্কুল পালানোর হাতে খরি আমাদের কাছে অই আমাদের বলেছে যে কি হবে এই ৪ পাতার বই পরে কত তুই জর্জ ব্যারিস্টার হবি, ওর থেকে ভাল খেলাধূলা কর

ভবিষ্যৎ আছে ওটে সচিন কে দেখিস নি ও কত টুকু পরেছে হ্যা দেখ দেখ দেখে কিছু শেখ এমন কিছু গুল দিয়ে ও আমাদের একমতন জর করেই, নিজের সাথে নিয়ে যেতো সেই ছেলের নাকি এখন পড়ার ইচ্ছে হচ্ছে, আমি আর সুদর্শন বললাম কিরে ভাই, ভাং তাং খেয়েছিস নাকি ভুতের মুখে রাম নাম??? তুই আবার পরবি, তখনি সুশিল বলে উঠলো, পরবো কি আর সখে রে বাবা এমন এক মাস্টার ঠিক করেছে ভদ্রলোক বেজায় চটুক মানুস, একটুতেই চটে যায়, পড়া না করে গেলে, খুব সাস্থি দে, পলতু হঠাৎ করে বলে উঠলো কীরে সুশীল তুই আবার কবে থেকে মারকে ভয় পাস রে, সুশীল বললো উনি মারেন নারে সবার সামনে কান ধরে উটবস করান খুব লজ্জা হয়, এমা!!! আমার দেরি হয়ে গেল পরতে জেতে হবে কেও আমায় দিয়ে আসবি, ও বলে উঠলো জথা রিতি আমি বললাম দারান, এই রাজ কাজ আমাকেই করতে হবে জানি, সুশিল হেসে বললো হ্যা, ভাই তারাতারি কর, এই বলে অকে সাইকেল এর পেছনে চাপিয়ে আমি ওর স্যারের কাছে নিয়ে গেলাম এবং তার স্যারের দরজার সামনে দারালাম দারাতেই স্যার নিজের মুরুব্বিয়ানা সুরু করে দিলো, কিন্তু হঠাৎ অই সময় আমার নজর বারির ভেতরের সাস্নের বেঞ্চে বসা একটি মেয়ের দিকে গেল, গেল বললে ঠিক হবে না আটকে গেল চেয়েও আর নিজেকে সাল্লাতে পারছিলাম না, তাঁর একটি ছোট্ট বর্ণনা তোমাদের দিচ্ছি হ্বায় আমার তেকে একটু বেশি হবে হয়তো, ফর্সা মুখ, ঘন কলো চুল, যেন চুল গুলো আঁশটে পৃষ্টে চেষ্টা করছে বাধন মুক্ত হতে, কিন্তু পারছে না, তাঁর দুটো চোখ জেনো কেও তুলি দিয়ে কেটে রেখেছে আর তাকেই রক্ষা করার জন্য ওর অপর চশমা পড়া জেনো ওই চোখ দুটো কে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করছে, আমি তো একে বারে হতবম্ব কি করবো কিছু বুঝতে পারছি না এদিকে রিদস্পনন ১০ থেকে হথাত করে ১০০ হয়ে গেছে, মানে সে এক ভয়াবহ ব্যপার পুরো ১.৫ ঘন্টা আমি সুশীল এর স্যারের বাইরেই দাড়িয়ে থাকি আর সুশিল আসলে তাকে সব খুলে বলি। ও শুন্তেই এক গাল হেসে বলে ভাই তুই প্রেমে পরেছিস, আমি বলি চুপ, আমি ওসব এ পরি না, ভাং খেলি নাকি আবার ও বলে না ভাই এটা সত্য তুই স্বিকার কর, কিংবা না কর, আসলে ভেতর থেকে আমিও জানতাম ব্যাপারটি স্বাভাবিক নয় কারন বান্ধবি আমার এর আগেও ছিল, কিন্তু তাদের দেখে তো আমার কোনদিন এমনটি হয় নি, এটা কিছু আলাদা, কিছু অন্য, এই বলে ও দিন আমি চলে গেলাম, আর পরের দিনই সুশীল এর স্যার, এর কাছে ভর্তি হলাম এবং নিজেকে পরীক্ষা করতে লাগলাম, প্রতিদিন কি সেই মেয়েটিকে দেখে একই অনুভুতি হয়। মিলিয়ে দেখি হ্যা হচ্ছে, পড়ার মন বসছে না, তাই আমি একদম ঘরের কোনায় বসা শুরু করি, কিন্তু পরিক্ষা নিরিক্ষা চলতে থাকে, মাঝে মাঝে তাঁর দিকে উকি মেরে দেখি, দেখি সেই অনুভুতি হয় নাকি হ্যা হয়, এভাবে এক বছর কেটে যায় এমন অনুভুতি নিতে নিতে রেসাল্ট নিভুতি হয়ে যায়, তাঁরপর কিছুদিন সেই মেয়েটির দিকে উকি দেওয়া বন্ধ করি এবং যথা রিতি শিক্ষার উন্নতি হয় এর মধ্যে মাঝে মাঝে উকি দিয়ে পরিক্ষাও চালাই, দেখি হ্যা অনুভুতি হয়, এবার আমি ব্যাপারটি নিয়ে ঠিক হই যে না, আমিও প্রেম গঙ্গায় দুব দিয়েছি, আমার বন্ধুকে সব কথা খুলে বলে, ও শুনে তো রিতি মতন আমায় ভয় দেখিয়ে দিয়ে বলে, সেই মেয়েটি নাকি ভীষণ রাগি যে ওই মেয়েটিকে ভালোবাসে, ও নাকি তাদের হাত পা খোরা করার মতন কিছু করি তবে করবে না হয়, এই বলে তাঁর সাথে বন্ধুত্তের চেষ্টা শুরু করি, তাঁর নাম জানি, তাঁর নাম্বার যোগার

rawpixel

করি (চুরি করি) এই আর কি কিন্তু সে তো ভীষণ গুরু গম্ভির মানুষ, প্রয়োজন ছাড়া একটি বেশি কথা বলে না, আমায় বলে বন্ধু ও মনে করে না, এমনকি আমার নাম্বার পর্যন্ত, সেভ করে না। কি করা যায় তাই আজগে এসেছি অকে নিজের মনের কথা বলতে। জানি না প্রতিফল কি হবে কিন্তু বলে দেওয়াটা খুবি জরুরি, এই দেখো আমিও গল্প বলতে বলতে সময় এর হোধ বোধ হাড়িয়েছি, ৪টা বেজে গেছে ছুটি হয়ে সনো এর আশার সময় হয়ে গেল, আমি আসি।।।

– তীর্থ

Submitted By :
TIRTHA BISWAS
Semester 3rd (Honours Programme)

SOMEWHERE BETWEEN, LIFE CHANGED.....

Somewhere between "Crying loudly to seek attention" and "Crying silently to avoid attention", we grew up!*

Somewhere between "Believing in happy endings" and "Accepting the reality", we grew up!!

Somewhere between "Yay! I can write with a pen tomorrow" and "Dude, Do you have an extra pen?" we grew up!!

Somewhere between "Cartoons" and "News Bulletins", we grew up!!

Somewhere between "Just five more mins Mom" and "Pressing the snooze button", we grew up!!

Somewhere between "Crying out loud just to get what we want" and "Holding our tears when we are broken inside", we grew up!!

Somewhere between "We are Best Friends Forever" and "Knowing that nothing truly lasts", we grew up!!

Somewhere between "I want to grow up" and "I want to be a child again", we grew up!!

Somewhere between "Lets meet and plan" and "Lets plan and meet", we grew up!!

Somewhere between "Crush" and "Ex", we grew up!!

Somewhere between "Having hundreds of friends" and Having few good friends", we grew up!!

Somewhere between "Parents fulfilling our wish" and "We Fulfilling our parent's dream", we grew up!!

Somewhere between "7 pani puris for 1 rupee" and "1 pani puri for 7 rupee", we grew up!!

Somewhere between "Showing off the number of rakhis" and "Running away from Rakhis", Boys grew up!!

Somewhere between "Ground mai aaja" and "Online aaja", we grew up!!

Somewhere between "Craving for pizza" and "Craving for home food", we grew up!!

Somewhere between "Waking up at 6 am" and "Sleeping at 6 am", we grew up!!

As we grew up, we realized that our life has changed!!

Submitted By :
YASH GOUTI
Semester 6th (Honours Programme)

TOUR OF BIHAR FOR A JANEW PROGRAMME

Last week I visited to (Dist. Siwan, Village - Ujjain) for a programme named (Janew). It was a very joyful programme. In this programme, a boy wears 6 yellow coloured threads (mostly Brahmins wears) and make some promises to the priest that he never throws any type of a stone, he never dran into any well, he never come out his 6 threads of a rope etc. In this programme the barber bald the boys hair (who wore the rope) and the boy wore new clothes after janew. After the puja whole village goes to the tent for take feast. The programme was too amazing as I thought.

Submitted By :
SUBHASISH KUMAR SINGH
Semester 3rd (Programme)

WONDERS!

I want to sail upon your stormy tops,

Swim in your peaceful bed,
Wander among undifferentiated water drops,
To the trenches or corners wherever you take.
Roam in every trench or mountains underneath,
I also wanna feel,
the whales taking in some breath.
In you I want to discover numerous wonders.\
Those treasure full of pearls,
every pirate wants to plunder.
Introduce me to the deadliest places
or the treasure's key.
You are soul tempting, gigantic and
magnificent I see,
But you just read my words, like its written in someone's tee.
I wanna swim through your veins babe,
Its no more that I can wait.
Wanna be a part of everything mentioned above,
only if you let!

Submitted By :
LOBZANG LAMA
Semester 3rd (Honours Programme)

WINNERS NEVER QUIT, QUITERS

Never win
"I dreamt and found that life was a beauty"
"I woke up and found that life was a duty"

Indeed it is so. Life is walking shadow, a constant endeavor to achieve something worthy or phenomenal. It is never easy to accomplish our dreams in life relentless hard work, motivation and determination are the key to such success. As e dision said, "Genius is one percent inspiration and ninety nine percent perspiration". And on the route to success it is natural that there will be thousand of obstacles and difficulties the Bigger the dream, the Harder the path and ninety nine percent perspiration." However given up in the fate of problems is not an option. Great man whom are idolize today, who have transcended all mundane boundaries and became legendary, like Martin Luther king, Harie Curie, sir Roger Bannister are all such people who have never ever bogged down by challenges and never ever quit in the face of tremendous opposition.
Trendsetter like Timi Hendrin. Stuce jobs or Bill Gates had daued to go on and memorialise their vision.

Just as Justin Bieber sings :
"I will never say Never,
I'll be fighting forever,
I will not stay on the ground
Pick it up, pick it up, pick it up!"

"It does not matter who you are or wheri you come from, that maters is a dream big, and the guts to make it big." Legendary dremmer Ringo Starr said once. Continuously struggle and perseverance makes the aildest of wishes come true.

Just ask Jan Zelezny, the Czech athlete who won three Olympic Gold medals after coming back from a shoulder injury that wrecked his entire 1998 season. Or perhaps Lance Armstrong, the serun time "Tour De France" cycling champion who is also a cancer. In his book, "It not about the bike. My journey back to life", he writes, "the difficulty of the ambition, the uncertainty if whether I ward succed or die in the attempt aroused the document passion in my heart, I realised that I can go on only if I believe."

Had they quit by the monstrosity of the task in front of them, the would surely be missing a few of it's finest geniuses. Quiters cannot survive in the world, they never have if one chickens out at the first instance of opposition, lavels every rigorous job as impossible, then surely such a person must go and live on Mars. To stron at such feels, the great warrior Nepolion once remarked, "Impossible is a word found in the feel's dictionary."

So life is a bed of roses, use must be ready to be bitten by its thorns, shouldn't we? They say that the world is made up to people who can, people who won't, and people who can't and each of us has the fridan to choose what category we belong to. Life hardly qius us a second chance, and was the poet we do not want to tell this with a 'sigh' that 'I took the one less travels by," do we? We always have choice in life and it is up to us to decide wheather we want to make the most of our limited time or not what is opportunity a daunting proposition may not be so after a few attempts. The age gold prowed "failure is the pillars of succes" stands true today and wire stand true forever. Winners are not made in a day, they practice to fine tune their glad" gifted talents, and unlimitedly overcome all pricle and prefudice to be glorious. The iridescence of their overhearing creatism or recorde illuminaters all of us. One thing which is for certain is, "What comes easy, goes easy too" - the only way to gain rostely over a paticular subject is to keep working and fighting. As someone one remarked, "You cant be a legend in one day", even God look seven dys to make this living earth." At last I

would conclude this essay on a positive note in these lines - "Impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in a world they have been given rather than to explore the power they have to change it. Impossible is not a decision, it is a dare, impossible is not a opinion, it is a fact; impossible is a potential. Impossible is temporary Impossible is nothing." So keep fighting and winning.

Submitted By :
NIKITA RAY
Semester 3rd (Programme)

COLLEGE

A JOURNEY

A Journey full of friends and some foes,

A journey filled with Fun and Sorrow
A journey filled with the most arrogant but soothing Nostalgic moments,
A fork which gives memories and some lame scolding,
An Evening which won't come back with it's shining Moon anymore,
A Time when we lived Wild, Young and Free,
That's the campus we loved the most without any glee.

Submitted By :
JOSHBIN JOHNSON
Semester 5th (Programme)

Julta ke sahas tu aage bhad

Ruka h kyu bulandiyo ko hail kar
Hazir kar apne sapne iss sansaar ko
Aur lag ja karam karne ke jatil rah par

Chahe mushkile aaye banke pahar
Ya aaye banke maya jaal ka pramaan
Tu a chorna yeh chahat ki aas
aage bhad kathinaye toh aayenge rast main hazaar

Tutega tu tutegi teri umeed
Ruthega jab ruthegi teri taqdeer
Magar jigar rakh tu faulad ka
Rab ka banda hai tu,
Tu hi tera saathi tu hi tera sahara

Submitted By :
GOBIND GUPTA
Semester 5th (Programme)

TOURISM IN INDIA

India is one of the popular tourist destinations in Asia. India is known for its rich flora and fauna, beautiful landscapes, hill stations, glorious past and varied cultural trends. Many people from all over the country are atracted to India because of its scenic beauty which spreads from Kashmir in the North to Kanyakumari in the South and Arunachal Pradesh in the East to Gujrat in the West, and multiculturalism. Hance, India is a country with a great potential for tourism. However, tourism in India has been constantly suffering setbacks due to the various inefficiencies in its tourism industry.

Bad and filthy roads, rickety buses, overpriced taxis and delayed trains make travelling a nightmare in India. Moreover, the absence of decent and hygienic accommodations at a reasonable cost adds to the distraction of tourists visiting India.

Besides unsuspecting tourists are often exploited by guides, tour, tourist operations etc. Foreign tourists become victims of theft, kidnaping etc; which not only ruins their trip, but also ruins the reputation of the country. The growing menace of terrorism is a huge deterrent for tourists.

Other negative impacts of tourism in India are economic and employment distortions, loss of potential economic benefits, inflation and loss of amenities for residents, fluctuations in productivity index.

Certain steps should be taken in order to solve the problems in tourism are : Build great roads and access points, allow corporate sponsorship for heritage buildings, aggressive tourism marketing strategies, the needed facilities as well as security should be provided in all the tourism destinations, cleanliness program should be stopped to encourage the tourists to come here.

In conclusion, the Government of India needs to put concerted efforts in

place to revamp tourism in the country. Utmost emphasis should be given to Infrastructure development and in beefing up the security. Such efforts will certainly make India a leader in the world of tourism.

Submitted By :
ANJALI PAUL
Semester 3rd (Honours Programme)

CORONAVIRUS AND COVID-19

A Corona Virus is a kind of common virus that causes in infection in your nose, sinuses or upper throat. Most corona virus aren't dangerous. In early 2020, after a december 2019 outbreak in China, the World Heath Organization (WHO) identified SARS COV-2 a new type of corona virus. The outbreak quickly spread around the World.

The main symptoms of COVID-19 include fever, coughing, shoutress of breath, Trouble breath, body aches, chills, sometimes with shaking, headaches and many more. The Virus can lead to pneumonia, uispiratory failure, heart problem, lives problems, septic shock and death. Many COVID-19 complications may be caused by a condition known as cyokine release syndrome or a cytokine storm. This is when an infection triggers your immune system to flood your called cytokines. They can kill tisue and damage your organs.

There's no way to tell how long the pandemic will continue. There are many factous including the public's efforts to slow the spread, reseacher's work to learn more about the virus, their search for a treatment and success of the vaccine. The transmission rate is relatively high. Early research has estimated that one person who has spread it si between 2 and 3.5 others. One study found that the rate was higher with one case spreading to between 4.7 and 6.6 other person by compauision, on person who has the seasonal flu will pass it to between 1.1 and 2.3 others.

Till now a flu the efforts of many countries scientist there is no medicine which won completely prevent from spreading it. Therefore, people must practice the prevention tips which can prevent from infection to some extint.

Wash your hands often with soap and water or clean them with an alcohol based sanitizer, practice social distancing, cover your nose and mouth in public. Don't touch your face, clean and disinfect. many more which can prevent from COVID - 19.

COVID-19 prevention Network (COVPN). This is funded by National Institute of dlleugy and infections discases and co-ordinated by the Fred Hutchinson cancer research center in Seattle. Its goals to enroll thousands of volunteers into COVID vaccine trials nations. Many research centres are using their bites to final volunteers.

Submitted By :
ANJALI PRASAD
Semester 3rd (Programme)

SUNSET BY

Bishal Gupta, 4th Semester Honours, Roll No. 75

As I glance the orange gleam,

I sense my fear gets fragile to dust,
For the sands still holds the noble ashes,
That rooted against the piercing gust,

The warmth embrace the pleasant sea,
Wherein sails my joyful fleets,
For it engross the dew that bleeds,
Awakened by the sorrow sleep.

Mystical breeze is what the hills dine,
Wherein lies my ideals align
With it dances the noble deeds,
For it trounce the filthy greed.

Silence prevails as the light escapes,
But it calls the thrill defined,
For the night is bound to enigmatic shade,
That is sparkled by the orange shine.

Submitted By :
BISHAL GUPTA
Semester 5th (Honours Programme)

EDUCATION V/S LITERACY

Society has a misconception that 'education' and 'literacy' are same. But, in reality they are not the same thing. 'Literacy' is the ability to read and write, acquire skills whereas education is a wider concept and is not limited up to literacy. 'Education' is about applying literacy and the respective skills in the practical world for the benefits of people and the society. Education is a broader concept and involves developing overall skills of person. It gives the ability to think in broader sense and analyze the things rationally.

A literate person is not always an educated one and an illiterate person can also be educated. Thus, literacy doesn't make a person educated. Being educated is a choice. Just holding educational degrees and diploma doesn't make a person educated. However, applying the knowledge that was gained while pursuing those degrees for the betterment of society is education. A mere ability to read and write doesn't make a person educated.

Literacy is not a sole form of education. It is just a step towards education. Education comes with experience and practice which may or may not involve literacy. Literacy provides knowledge while education uses that knowledge to distinguish between what is right and what is wrong. Education makes a person wiser. Education helps up to know out skills and abilities and use them in a right direction. It is more of using ethical practices to bring a real change in the society. Education means inculcating moral values, positive thinking, attitude of helping, attitude of giving to society. The real education not only imparts knowledge but wisdom too. The roads of life consist of many obstacles and the weapon to overcome these obstacles is 'Education'. Education contributes to one's wellness, well-being and welfare.

The greatest problem with our society is that it believes making a person literate makes him educated. Literacy doesn't guarantee a responsible citizen. It is important to make students educated and not just literate. Illiteracy is definitely the root causes of several problems but just 'a mere ability to read and write' won't solve these problems. Its high time we realize the difference between education and literacy.

Submitted By :
GAGAN DEEP KAUR TAGORE
Semester 3rd (Programme)

MY BEAUTIFUL DAY!!

It is a beautiful day,

Because it is sunday.

I wake up early,
and the day in very lovely.

I want to go to the park,
but on the way dog is bark.

I scare and run away,
and after sometimes a trip to the park.

Then I take a deep breath,
which gives me a sign of relief.

Where the birds are singing,
and the trees are dancing.

Submitted By :
PRIYANSHU GUPTA
Semester 3rd (Honours Programme)

UNEMPLOYMENT

An obstacle in the country's economic growth.

As the time changes economy has also changed. any country who is big or small their economic are in that light. but the common thing are in economy is unemployment and poverty, anywhere less or anywhere more. In any economy there are ups and down when financial crisis happen, is caused by unemployment. unemployment results to poverty and poverty results in decrease in purchase power so the financial crisis comes it also followed by increasing burden of debt.

India, before Mughal and British came in India it called as "Sone Ki Chidiya". it holds 30% of world's economy . when attackers invaded India it started to lost his existence. when British about to go in 1947 they take gold silver and precious things to their country. it is the era that we get independence but everywhere is poverty.after 1947 our government set up various committee to fight with poverty. they came with a five year plan but these plan wont reach in rural areas or these are not properly executed.Inindia ,the problems of under-employment , unemployment and poverty have always been the main hindrances to economic development.

Another colossal problem is the large population. people think anyone with more children is fortunate so, it's linked with Prestige or they think more children can earn or help in other work. Birth has increased and death decrease due to improve health system.

in rural as well as village area many people are depend on farming. but now days our farmers number is going down because of what farmer grow, it didn't get right price farmers take loans and could not repay it. At last they change their occupation or do suicide. who switches from farming come to urban areas to search work.

goverment has to take big steps to reduce unemployement , they have to do economic reforms , change in industrial policy and better utilisation of available resources will reduce the problem . after these changes it easy to setup industry with low cost & compliance , this can create many employement.

Submitted By :
RITESH KUMAR JHA
5th Semester (Programme)

ADVENTURE

An adventure is an exciting experience that is typically bold, sometimes risky or undertaking[1]. Adventures may be activities with some potential for physical danger such as traveling, exploring, skydiving, mountain, climbing, scuba diving, river rafting or participating in extreme sports. Adventures are often undertaken to create psychological arousal or in order to achieve a greater goal such as the pursuit of knowledge that can only be obtained in a risky manner. An adventure is an exciting experience that is typically bold, sometimes risky or undertaking[1]. Adventures may be activities with some potential for physical danger such as traveling, exploring, skydiving, mountain, climbing, scuba diving, river rafting or participating in extreme sports. Adventures are often undertaken to create psychological arousal or in order to achieve a greater goal such as the pursuit of knowledge that can only be obtained in a risky manner.

Some of the oldest and most widespread stories in the world are stories of adventure such as Homer's The Odyssey. [5][6][7]

The knight errant was the form the "adventure seeker" character took in the late Middle Ages.

The adventure novel exhibits these "protagonist on adventurous journey" characteristics as do many popular feature films, such as Star Wars[8] and Raiders of the Lost Ark.[9]

Adventure books may have the theme of the hero or main character going to face the wilderness or Mother Nature. Examples include books such as Hatchet or My Side of the Mountain. These books are less about "questing", such as in mythology or other adventure novels, but more about surviving on their own.

Submitted By :
SANJAY YADAV
3rd Semester (Honours Programme)

THE GOLDEN TOUCH

Once there lived a greedy man in a small town. He was very rich, and he loved gold and all things fancy. But he loved his daughter more than anything. One day, he chanced upon a fairy. The fairy's hair was caught in a few tree branches. He helped her out, but as his greediness took over, he realised that he had an opportunity to become richer by asking for a wish in return (by helping her out). The fairy granted him a wish. He said, "All that I touch should turn to gold." And his wish ws granted by the greatful fairy.

The greedy man rushed home to tell his wife and daughter about his wish, all the while touching stones and pebbles and watching them convert into gold. Once he got home, his daughter rushed to greet him. As soon as he bent down to scoop her up in his arms, she turned into a gold statue. He was devastated and started crying and trying to bring his daughter back to life. He realised his folly and spent the rest of his days searching for the fairy to take away his wish.

Submitted By :
RUPA RAY
3rd Semester (Programme)

THUNDERSTORM AT THE COLLEGE

Abhyudaya walked into the college for the first in almost 3 months, he never wanted to go the college as it was evening college, it deemed to him as a huge task for himand this time too he went not for the lecture but for the stories he had heard for the past month. He barely even walked out of his apartment where he lived with few of his friend, most of the time he read all kinds of detective stories and watched detective movies as he always fantasized to be one.

For a student of 5th semester he looked a bit old, he was a tall kid with broad shoulder and one with handsome appearance, his eyes looked sharp and focused and had a well-groomed beard. As he walked through the main gate, he turned towards the gate keeper and asked," the stories are they really true?".

The gatekeeper understood what he talking about and said," Yes, indeed it is" with fear in his voice," whenever the weather is off it happens".

Being the month of August it was common to have bad weather and it did good for the college too as loitering outside the college was put on halt. He directly went to his classroom and sat down waiting for the weather to go bad but it never happened, so he instead went home. While going home he went to the shop opposing the main gate of the college to buy noodles for the dinner, where he overheard the shopkeeper talking about the incident with one of the customer. Apparently this was the talk of the town, so much so that students were afraid to come to the college due to which the attendance plummeted.
He reached his house, called of his friend to know the details about the case and

his exact words were, “ Ravi is behind all of this, whenever the lighting occurs the electricity is automatically cut off. Then all ofa sudden a sound of crying is followed by a shadow.”.
Abhyudaya listening this thought, “someone must be behind this” and he disconnected the call. He got to know the phenomenon started after one of the student named Ravi of 3rd semester committed suicide at his own home, due to which everyone believed that whatever was happening it was because of his unrested soul. He then called the clerk at the college whom, he knew and asked for the details,” Sir, can you the details of Ravi please?”.

“Why do you want it?”.

“Sir, we students wants to pay him homage, so sir can you?”.

“Ok, wait” he said and ended the call.

After 15 minutes his phone rang, he received Ravi's detail which he keenly scrutinized, then he knew that his father was a farmer. He called Aman one of his roommate and said, “Aman, let's go and find out what really happened”.

Aman confused for a moment and asked, “what are you talking about?”.

Abhyudaya then said about all the things, Aman was afraid at first but he believed on him and agreed to help him. They both went to Ravi's address only to find it locked, it was an old house far away from the city in a village, with flowers at the entrance which looked as if it hadn't been watered for months. Fortunately, they found a neighbour who explained to them what had really happened, she said, “ Gopal, what a bad luck he had firstly he took a loan from

zamindar and the crops failed. After which he took another loan for his daughter's wedding, which killed him and his son. Someone must have an evil's eyes upon them.”.

“Daughter's marriage” exclaimed Aman.

“Yes Rekha's marriage, her in-laws wanted 6 lakhs for the marriage, which he again borrowed it from the zamindar”.

They both understood the mystery behind their suicide but had hard time figuring out who was behind everything, so they bid goodbye and before leaving asked her Rekha's address.
The next day they went to her house, it was an old house with two windows and a green door which was locked beside which there was an old vase. Aman knocked at the door, after few moment a young lady opened the door and asked, “ who are you?”.

“ We are from the municipality, we are here for the survey. So can you tell me how many of you live here?”

“2 me and my husband” said she.

“What is his name and his job?”

“ My husband's name is Akshay and he is a e- rickshaw driver”. As Aman was making her busy Abhyudaya roamed around the house but found nothing.
They then left feeling hopeless about the matter. It was about 5 p.m. when they reached their home, suddenly the weather changed and it began raining.

Abhyudaya hurriedly packed his bags and along with Aman went out for college. The moment they reached the college about half an hour later the weather worked in their favour, there was a loud thunder and lights went off again. He thought " now is the time" and it was, suddenly they heard someone cry followed by a shadow. Abhyudaya ran towards the balcony but found no one, he flashed out his torch in every direction just to find emptiness. When the lights turned on again he saw someone running out from the generator room to the college office. He then rushed towards the office followed by Aman, where they saw everyone horrified but he didn't notice that instead he followed the footstep which led to a raincoat soaked in rain after which the footstep vanished. Abhyudaya looked at Aman and whispered him into his ears, " Aman, look closely at everyone's feet" and then he walked away looking around. They found out it was the peon because he had fresh mud all over his shoesand he was the who switched off the lights, as Abhyudaya proceeded towards him Aman stopped him and said, "A suspect is innocent until proven guilty". Hearing this he stopped and turned towards his classroom but he was restless to find some clue for which he went to the top floor which was empty and from where he heard the noises. They searched all over the place with torches in their hand, looking in all directions just to find something. Luckily they found some footprints which were printed in the mud, one of male size 8 and another a size 6but except that nothing were there, so they went home.

Next morning around 9 a.m. his phone rang, it was a message from the college which read, "everyone cordially invited to the hawan at 7 a.m. tomorrow". Aman came to him running holding his phone, to which he said , " calm down Aman today we won't do anything, let the hawan happen".
"What are you saying, we won't anything?"

“ Yes nothing just wait for the right time”

The next day they both reached college an hour early, they looked around everywhere and everything but found nothing to which Aman said, “ nothing looks suspicious around here”.
“That's what I'm thinking everything looks fine. Wait I'm coming from the bathroom.”.
When Abhyudaya returned from the bathroom, a sadhu came walking from the main gate and walked straight to the principal's office, after half an hour both principal and the sadhu came out talking about something which was inaudible. The sadhu then sat down in the hawan and began chanting mantras,after few times of chanting he exclaimed, “ a unrest soul of a student named Ravi is wandering in your campus which needs to be rested properly or a disaster is on the way”

“How do we do that?” said principal.

“ Ravi wants to pay off the debt, which his father took upon him immediately” said the sadhu.

Just then Abhyudaya noticed something and called his companion. Aman confused asked, “

what is the matter Abhyudaya?”

“ I found it I solved the case.”
“ So who is behind all of this?”

“ You'll know now just come with me.”

They took a bus and went to Rekha's house, where she was sitting outside anxiously waiting for someone. Seeing this Aman said, “ why are we here again?”

“ You'll find out know” said Abhyudaya and went inside the gate. Rekha stood up shocked, “ Sir, why are you here again? Isn't the survey completed?”

“We aren't from the survey, we are from Ravi's college and we know everything about the mystery” said Abhyudaya confidently.
“ What are you talking about? What mystery? I don't know anything?”

“ Don't act so innocent I know your husband Akshay is in college disguised as Sadhu and the peon is your friend too isn't he.”.

Hearing this both Rekha and Aman were shocked, she opened the door and invited them inside. Just as they walked in she began to breakdown and started crying heavily. Aman offered her a glass of water, which she drank and started narrating her side of the story, “ we had no other option”.

“ But why you did it?” said Aman interrupting her.

She wept and said, “ because of that bastard zamindar, he wouldn't think it was enough to kill both my father and my brother by pressuring them, now they want us too”.
“ What did he do?” asked Abhyudaya.

“ He pressurized my father so much he killed himself and as he was owing money he captured out house but it wasn't enough so he pressurized Ravi and he too killed himself. Now that they both are dead he is causing problems to us due to which we sold Akshay's house but it was still less. So this was our only option.”.

“Rekha two tea, o Rekha” cried Akshay out in the lawn companied by Jaspal. Rekha hurriedly went to the door and dragged Akshay into the room followed by Jaspal. Akshay asked her, “ who are they?”.

Jaspal recognised them and said, “ they are from the college”.

“ Yes they are and they know everything thing about us” said Rekha. All of theirs faces grew pale, Akshay fearfully pleaded, “ please, don't take us to the police we won't take the money and from now we will stop everything in the college”.

“ Please don't reveal this to the college or else I'll lose my job” urged Jaspal with joined hands.

“ Don't worry about anything and this conversation never really happened” said Aman “ neither do we know you nor do you know us, end of the story”. As he said this Abhyudaya looked at him in pride and they left.

While going home Aman curiously asked, “ so how did you know it was them?”

“ It was fairly simple, you know when we went to their house I noticed that Rekha had a tattoo A+R on her wrist and her shoe number was 6 and do you remember this morning I went to the bathroom that's when I met the clerk and he

said that the sadhu was a great and Jaspal was the one who suggested the sadhu".

" Still this doesn't give any answer as to how you knew they are behind this".
" So when I learned about the sadhu and Jaspal I was curious so I watched him keenly that's when I saw the same tattoo in his wrist too which Rekha had in her wrist and when I looked at his slippers they were 8 too. Not only that I got to know that Jaspal and Akshay were cousins.".

" Ok I got it but how did they manage to get away with this?".

" Again when I went to the bathroom I found it locked which was strange because that night when I was searching in the corridor I saw it was unlocked. That's when I knew that when the shadow appeared it was of Akshay after which he quickly ran off to the bathroom to hide. The sound of crying for that they had Bluetooth speakers at the end of every floor to which they played Rekha's voice and played all at once.".

Aman was surprised to hear this and said, " great now you are truly our Sherlock Holmes". Then they took a bus and went home.

Submitted By :
SIDDHANT DEWAN
Semester 5th (Honours Programme)

TRAVELLING

For youngster's travelling is a part of education and for elders a part of experience. There is no doubt, that travelling gives a lot of experience in life.

Those who get a chance to travel would not miss to do so. Highly diplomatic personnel in administration consist of widely travelled people.

William Shakespeare has favoured travelling as a medium of education.

He said that who wants to sharpen their ideas and wits must travel out of their native place. Travelling provides rich food to body, mind and soul.

There are different types of travelers, some travel for business, others for travelling and others to see the wonders of the world.

Some others travel to boast about themselves and to display their knowledge before others. Traveller is always benefited from his travels to other lands and people.

In comparison to books travelling appeals better to all the senses of the man, the former is to mind only.

The knowledge got from books is theoretical whereas travelling is a practical knowledge. The personally seen or heard things have deeper impact on our minds and have long lasting impression.

Travelling is a source of education, as it enables us to exchange our ideas with other people from different parts of the country as well as of the world.

It enables us to see the different culture, knowledge about different languages, different types of arts, new natural sights such as rivers, lakes, mountains and oceans.

We get new ideas for our imagination, which enables the formation of literature. There are many famous books on travelling, such as Marco Polo's

Travel in East", Aldons Husele's, 'Jesting Pilate", Stevenson's 'Travel with a Donkey", etc. These books are famous and have millions of readers throughtout the world.

By travelling we can know about the truth of international affairs.

Travelling broadens our mental horizon and sheds narrow communal.

Section and religious prejudices. So travelling is a very important means of education

Submitted By :
SUSHIL KUMAR
Semester 3rd (Programme)

STEP UP

Being a creature is a blessing;

Be blisfull with such blenmishes;
Which you heated being pessimist.
This is destiny where you persist
Might be tough to personal yourself

But perspire for sake of dreams
Just plow like the pristine stream;
That finds its way like light beam
And therefore you create a scene,
And see how you make people lean.

Submitted By :
SWETA YADAV
Semester 6th (Honours Programme)

Siliguri College of Commerce

COLLEGE PARA, P.O. SILIGURI-734001 DIST. DARJEELING (W.B)
e-mail : siliguricollegeof_commerce@yahoo.com, info@siliguricollegeofcommerce.org
Webiste : www.siliguricollegeofcommerce.org

☎ (0353) 2432594, 2436817, (0353) 2526702